মেহেরপুরে বিআরটিসি বাসের ধাক্কায় ৫ শ্রমিক গুরুতর আহত

মেহেরপুর—চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের চাঁদপুর নামক স্থানে বেপরোয়া গতির বিআরটিসি বাসের ধাক্কায় ৫ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৭ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, শ্রমিক বহনকারী ট্রলির চালক তথা গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের হারেজ উদ্দীনের ছেলে মজনুর রহমান (৪০), মৃত মুনসাদ আলীর ছেলে আব্দুল হামিদ (৬৫), গেদা আলীর মেয়ে আদুরী খাতুন (৬০), আব্দুল হামিদের ছেলে মারুফ হোসেন (৪০) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের ওফাজ উদ্দীনের মেয়ে সামেনা খাতুন (৫৫)।

আহতদের মধ্যে ট্রলির চালক মজনুর রহমান ও শ্রমিক সামেনা খাতুনের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আহতরা সবাই কৃষি ক্ষেতের শ্রমিক। সকালের দিকে তারা ট্রলিযোগে চাঁদপুর থেকে চুয়াডাঙ্গার কয়রাডাঙ্গা গ্রামে কচু তোলার কাজ করতে যাচ্ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, শ্রমিক বোঝায় ট্রলিটি মেহেরপুর—চুয়াডাঙ্গা সড়ক ধরে যাচ্ছিলো। এসময় মেহেরপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া রাজশাহীগামী বেপরোয়া গতির বিআরটিসির একটি বাস পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় শ্রমিক বোঝায় ট্রলিটি পার্শ্ববর্তি খাদে উল্টে পড়ে শ্রমিকরা আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধারের পাশাপাশি মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

এদিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সাইফুল ইসলাম সবুজ জানান, আহতদের মধ্যে ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য একজনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুরের ৩ নাম্বার ওয়ার্ড তাঁতি পাড়াই ৫০ লক্ষ টাকার রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

শনিবার (১৩ জুলাই) বিকেলে পৌর এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে তাঁতি পাড়ার মোড় থেকে হান্নান মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ মোঃ বাপ্পী, ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, পৌর যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, ইউনুস আলী, যুবলীগ নেতা সবুজ, জেলা জাতীয় পার্টির সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, জেলা জাতীয় পার্টির সহসম্পাদক মোঃ সুমন পারভেজ, ছাত্র নেতা রায়হান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৩ নাম্বার ওয়ার্ডে তাঁতি পাড়াই ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।

ভূমি জটিলতায় গাংনী পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ বন্ধ!

ভূমি জটিলতায় মেহেরপুরের গাংনী বাজারে পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ আবারও বন্ধ হলো। জেলা প্রশাসক মো: শামিম হাসানের নির্দেশে গাংনী ইউএনও এ কাজ বন্ধ করেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ভূমি জটিলতা নিরসন না করে গত ১২ জুলাই শুক্রবার পুনরায় কাজ শুরু করেন পৌর মেয়র আহমেদ আলী।

তবে, পৌর কর্তৃপক্ষ বলেছেন হাইকোর্টের আদেশে নির্মাণ কাজ বন্ধের কোনো আদেশ দেননি। ওই রায়ে বলা হয়েছে, দুই মাসের মধ্যে নিস্পত্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে, নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার কোনো আদেশ দেননি হাইকোটের মাননীয় বিচারপতি। হাইকোর্টের এই আদেশের ফলে প্রায় ২ মাস নির্মাণ করা বন্ধ ছিল।

আল ফারুক নামের গাংনী পৌর সভার একজন নাগরিক জায়গার মালিকানা নির্ধারণের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। যার রিট পিটিশন নং ৫০০৩/২০২৪ ইং। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের এবং বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গত ১২ মে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিবকে দরখাস্তখানা দুই মাসের মধ্যে নিস্পত্তির আদেশ দেন। এই আদেশের পর দীর্ঘদিন যাবৎ এই মার্কেটটির নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল।

এদিকে বিষয়টির নিস্পত্তি না হওয়ায় হাইকোর্ট বিভাগের এই আদেশের বলে দরখাস্তকারী মো: আল ফারুক মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পৃথক আবেদন করেছেন।

দরখাস্তকারী আল ফারুক বলেন, হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী হঠাৎ আজ শুক্রবার সকালে পৌর মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গাংনী পৌর তহহাট ও চালপট্টি সুপার মার্কেটের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা। চলতি বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ডা. এএসএম নাজমুল হক সাগর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী বলেন, সরকারি কাজে কোন পাবলিক বাধা দিতে পারেন না। তারপরও একজন নাগরিক উচ্চ আদালতে রিট করেছিলেন। আমরা দুই মাস কাজ বন্ধ রেখেছিলাম। দুই মাস পরও মন্ত্রণালয় থেকে কোন চিঠি না আসায় আমরা কাজ শুরু করেছি। কারণ পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সময়ের মধ্যে না করতে পারলে প্রকল্পের টাকা ফিরে যাবে। এছাড়া ডিসি ও ইউএনওকে জানিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি।

প্রকল্পের কনসালটেন্ট প্রকৌশলী একরামুল হক বলেন, গাংনী পৌরসভার সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি জটিলতা থাকায় বিষয়টি হেড অফিসে জানিয়েছিলাম। অদ্যবধি হেড অফিস আমাকে কাজ শুরু করার বিষয়ে কিছু জানায়নি। কাজ শুরু হলে সেখানে আমাদের প্রকল্পেরর লোকজনের থাকার কথা ছিলো, এ বিষয়ে আমরা কোন নির্দেশনা পাইনি।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, গাংনী পৌরসভা যে জমিতে প্রকল্প গ্রহণ করেছে ওই জমি সরকারি খাস খতিয়ানের জমি। ওই জমিতে পৌরসভা মার্কেট নির্মাণ করতে পারে না। আমি ইতোমধ্যে গাংনীর ইউএনওকে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, গাংনী পৌর মেয়র আমাকে কাজের বিষয়ে কিছু বলেননি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, ডিসি স্যারের নির্দেশে ওই কাজ বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এবং বলা হয়েছে ভূমি জটিলতা নিরসণ না করে কাজ করা যাবে না।

মেহেরপুরে ভেজাল বীজ ও বৈরী আবহাওয়ায় ফলন বিপর্যয়ে শসা চাষিরা

একদিকে অনুন্নত বীজ, অন্যদিকে অবহাওয়া অনুকুল না থাকায় ফলন বিপর্যয়ে কপাল পুড়েছে মেহেরপুরের অন্তত শতাধিক কৃষকের। এতে শসা চাষিরা মোটা অংকের টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী দেশি জাতের শসার বীজের পরিবর্তে অন্য জাতের বীজ সরবরাহ করায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবী চাষীদের। কৃষি বিভাগ বলছেন, চাষিরা লিখিত অভিযোগ করলে বীজের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, মাচা পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীণ শসা আবাদ করেছেন শতশত কৃষক। শসা’র গাছ ভাল হলেও গাছের ডগায় শসা হচ্ছেনা। গ্রামের বিভিন্ন বীজ ভান্ডার থেকে দেশী

জাতের শসা বলে জমিতে চারা রোপন করলেও শসা উৎপাদনের সময় তা হয়ে উঠেছে হাইব্রীড। ফলনেও বিপর্যয়। শসা’র ফলন বিপর্যয়ে আবাদের খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশায় দিন যাপন করছেন চাষিরা। এসময় শসা বিক্রি করে লাভের আশায় ধার দেনা করে আবাদে খরচ করেছেন বাড়তি টাকা। আশায় ছিলেন বর্ষাকালে শসার ভাল দাম পাবেন। কিন্তু চাষিদের সে আশায় ভাটা পড়েছে। ভেজাল বীজের কারনে মাচা ভর্তি শসার গাছ । লতাপাতায় ও ফুলে ভরপুর জমির মাচা। কিন্তু তাতে শসা নেই। গেল বছর যেসকল জমিতে প্রতি সপ্তায় দেড় থেকে দুই মণ শসা পাওয়া যেত, সেই জমিতে এবছর ১৫ থেকে ২০ কেজি শসা পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে কম শসা উৎপাদন হলে খরচের টাকাও উঠবেনা বলে হতাশা ব্যাক্ত করেন চাষিরা।

গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের চাষি মিলন হোসেন বলেন, কালিগাংনী মাঠের এক বিঘা জমিতে রকেট জাতের শসা লাগিয়েছি। মেহেরপুর শহরের একটি বীজের দোকান থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলাম। দোকানি দেশী জাতের শসা হবে বলে প্রতিশ্রু দিয়েছিলেন। এসময় শসা পাবো বলে ৪ মাস যাবত পরিচর্যা করে আসছি। অনেক আগে থেকেই আমাদের শসা গাছে শসা ধরার কথা। কিন্তু শসা হচ্ছেনা। আর যা হচ্ছে তা হাইব্রীড। প্রতি বিঘা জমিতে এ মৌসুমে সপ্তাহে ৭০ থেকে ৮০ কেজি শসা পাওয়ার আশা। কিন্তু পাচ্ছি মাত্র ২০ থেকে ২৫ কেজি। প্রতি কেজি শসা বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকায়। এমন ফলন হলে লাভ হওয়া দুরের কথা! আমাদের খরচের টাকা উঠবেনা। ১ বিঘা জমিতে মাচা তৈরী, জমি প্রস্ততকরণ ও বীজ দিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

গাড়াবাড়িয়া গ্রামের ইশাদুল ইসলাম বলেন, লোকনাথ জাতের শসা’র বীজ কিনেছিলাম গাড়াবাড়িয়া বাজারের সাহারুলের দোকান থেকে। এক বিঘা জমিতে ২০ হাজার টাকা খরচ করেছি। খরচ শেষে এখন শসা বিক্রির সময়। এখন দেখি গাছে শসা ধরছেনা। দুএকটা ধরছে তাও আবার হাইব্রীড। এজাতের শসা মেহেরপুরে বিক্রি করা খুবই মুশকিল। কেউ নিতে চায়না। আবার দামও কম।

ওই গ্রামের তাজিম উদ্দীন প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালিণ শসার আবাদ করেন। চলতি বছেরে ৩ বিঘা জমিতে শসা আবাদ করেছেন। তার ভাগ্যেও একই দশা। জমিতে গাছ আছে কিন্তু শসা ধরছেনা। তিনি বলেন আমার জামাই মেহেরপুর থেকে বীজ কিনে এনেছিল। তাকে বিশ্বাস করে শসা লাগিয়ে প্রতারিত হলাম।

শসা চাষি মেহেদি, আকাশ, কালু শেখসহ ক্ষতিগ্রস্থ চাষিরা জানান,

অধিক লাভের আশায় গ্রীষ্মকালীণ শসা আবাদ করতে রাত দিন পরিশ্রম করেছি। অসময়ে শসা আবাদে ভাল ফলন পেতে খরচও করেছি বাড়তি টাকা। উৎপাদনের সময় দেখি বীজে ভেজাল, আমরা প্রতারিত হয়েছি। দেশী জাতের শসা এখন হয়ে উঠেছে হাইব্রীড। আবাদে ফলন বিপর্যয় ঘটছে। আমাদের জেলায় প্রতিবছর যে পরিমাণ শসা উৎপাদন হয় তাতে জেলার মানুষের চাহিদা পুরনের পাশাপাশি ঢাকা, বরিশাল, সিলেট রাজশাহীসহ বিভিন্ন বড়বড় শহরে রপ্তানি করে মোটা অংকের টাকা লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এ বছর শসার ফলন না থাকায় আমাদের এলাকার চাহিদাটুকু পুরুন করা সম্ভব হচ্ছেনা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, চলতি বছর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৬০ হেক্টর জমিতে শসার আবাদ হয়েছে। এতে ১৮০০ টন শসা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। গত বছরেও চাষিরা শসা আবাদে ভাল ফলন পেয়েছে এবং লাভবান হয়েছে। ভেজাল বীজের বিষয়ে কোন কৃষক আমাদের কাছে অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারনে শসা’র ফল বিপর্যয় ঘটতে পারে। অনেক গাছে পর্যাপ্ত ফুল হচ্ছে কিন্তু ফল ঝরে যাচ্ছে বলে শূনেছি। আমরা কৃষকদের বিভিন্ন পরামর্শ অব্যাহত রেখেছি।

মেহেরপুরে রাতের আঁধারে ভেঙে দেওয়া হলো স্কুলের দেয়াল!

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ শত ফিট দেয়াল রাতের আঁধারে ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জন্য ১৯৪০ সালে হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গড়ে তোলা হয়। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৮৩ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কে বা কারা বিদ্যালয়টি দেয়াল রাতারাতি ভেঙে ফেলায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে স্কুলের ভবনটি।

সরেজমিনে দেখা যায়, হরিরামপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়ের উত্তর-পশ্চিম পাশের দেয়ালটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এতে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে স্কুলের ভবনটি। দেয়াল ভেঙে ফেলায় যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
এ বিষয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ ফারহানা পারভীন বলেন, আমি স্কুল সময়ে আসি এবং ছুটির পর চলে যাই। কে বা কারা এসব অপকর্ম করছে, আমরা বুঝতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ করার প্রস্তুতি চলছে।
এ ব্যাপারে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, স্কুলের দেয়ালটি রাতারাতি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টরা।



মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ ফারুক উদ্দিন বলেন, খবরটি শোনার সাথে সাথে আমি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কে জানাই। দুইজনেই আমাকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। আমি স্কুলের হেডমাস্টার ও সভাপতি কে মেহেরপুর সদর থানায় জিডি করার পরামর্শ দিই।

গাংনীতে আলমডাঙ্গার মামুন র্যাবের হাতে আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোঃ মামুন মালিথা (২৪) নামের এক মাদক কারবারী আটক করেছে।

আটক মামুন মালিথা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের চরযাদবপুর গ্রামের মোঃ শহিদুল ইসলামের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার কল্যানপুর-করমদি মাঠের মধ্যে করমদি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে পাকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি টিম এই অভিযানে অংশ নেন। উদ্ধারকৃত ১৮ বোতল ফেন্সিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৩৬ হাজার টাকা।

এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ২ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বর পদের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুর জেলার দুইটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) পদের উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) দুপুরের দিকে জেলা নির্বাচন অফিস মিলনায়তনে আমঝুপি ও শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বর, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য, মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনের ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর প্রার্থীর মাঝে

মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ, এবং তিনটি ওয়ার্ডের সদস্য মৃত্যুজনিত কারণে পদ শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

আগামী ২৭ জুলাই উপ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরে ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও উদ্দ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভা

সিএমএসএমই সেক্টরে ঋণ বিতরন/সুবিধার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং জেলার প্রান্তিক উদ্দ্যোক্তাদের নিয়ে মেহেরপুরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় কার্যরত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে সার্বিক নির্দেশনায় বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী অঞ্চল উত্তরা ব্যাংক পিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান অলোক কুমার সাহার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন।

মোঃ রাশেদ ওসমানের (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিঃ) সঞ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মেহেরপুর অঞ্চলের সহ: মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান মোঃ শহীদুল ইসলাম, সোনালী ব্যাংক পিঃ মেহেরপুর শাখার মহাব্যবস্থাপক মোঃ তৌহিদুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উত্তরা ব্যাংক পিঃ

মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাসির উদ্দিন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাজ্জাদুর রহমান, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মোছাঃ ক্যামিলী, মোছাঃ সুমি বিশ্বাস প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় লীড ব্যাংক হিসেবে ছিলেন উত্তরা ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুর শাখা।

মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ১০ জন পুশ ইন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ১০ জন পুশ ইন হয়েছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ তাদেরকে আজ বৃস্পতিবার ভোরের দিকে পাঠিয়ে দেয়। পুশ ইন হয়ে আসা লোকজন তাদের নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে গেছে। তাদের বাড়ি যশোর, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ভোর চারটার দিকে নাজিরাকোনা সীমান্তের কাটাতারের গেট খুলে দেয় বিএসএফ। এসময় ১০ জন ভারত থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করে। পায়ে হেঁটে তারা নাজিরাকোনা গ্রামের ভেতরে গিয়ে ভ্যানযোগে মুজিবনগর উপজেলা শহর কেদারগঞ্জে পৌঁছায় ভোরের দিকে। সেখানে স্থানীয় সাংবাদিকরা তাদের গন্তব্যে ফেরার ভিডিও ধারণ করেন।

পুশ ইন হয়ে আসা কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তারা সকলেই দরিদ্র। কাজের খোঁজে অনেক আগে তারা ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রমিকের কাজ করার এক পর্যায়ে তারা ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়। বেশ কিছুদিন হাজতবাসের পর গেল রাতে তাদেরকে আনা হয় নাজিরাকোনা সীমান্তে। সেখানে তাদের আঙ্গুলের ছাপ নেয় বিএসএফ সদস্যরা। এক পর্যায়ে কাটাতারের গেট খুলে তাদেরকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়।

মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জল দত্ত জানান, পুশব্যাকের বিষয়টি পুলিশের কাছে কোন তথ্য নেই। বিজিবির কাছে

কোন তথ্য আছে কি না তাও জানা নেই।

তবে পুশব্যাকের বিষয়ে জানতে চেয়ে বিজিবি মুজিবনগর নাজিরাকোনা বিওপি কমান্ডার বলেন, পুশব্যাকের কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।